ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আমির খানের ভিডিও ভাইরাল!

পৃঃ ৫

এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে এগিয়ে যারা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১০৮ ● কলকাতা ● ০৮ বৈশাখ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ২১ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাজভবনে জরুরি বৈঠক

ডাকলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আজ, শনিবার রাজভবনে জরুরি বৈঠক ডাকলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে কয়েক জন প্রাক্তন উপাচার্য এবং কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে ডাকা হয়েছে। এরই মধ্যে শুক্রবার রাজভবনে ছয় উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এক বিবৃতি এবং তার প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডলের বক্তব্য রাজ্য-রাজভবন সংঘাতকে আরও তীব্রতর করেছে বলে দাবি শিক্ষামহলের একাংশের।রাতেই শিক্ষামন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, "শীর্ষ আদালতে রাজ্যপালের প্রতিনিধি অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছিলেন, উপাচার্যহীন ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য-রাজ্যপাল ছ'জন উপাচার্যকে নিয়োগ করবেন রাজ্য সরকারের পাঠানো তালিকা থেকে। এই বিষয়ে রাজভবনও জানিয়েছে। এতে দু'টি জিনিস

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের মুখে বিধি ভঙ্গের অভিযোগ, ফের বিপাকে মহুয়া মৈত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের মুখে বিধি ভঙ্গের অভিযোগ। ফের বিপাকে মহুয়া মৈত্র। এবার কমিশনে নালিশ জানাল বিজেপি। মনোনয়ন পেশের পরেও সরকারি গাড়ি ব্যবহারের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ তুলেই নদিয়া জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে নালিশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, যে গাড়ি করে মহুয়া জেলাশাসকের দফতর ছাড়েন তাতে ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টিকার। গাড়িতে মহুয়ার সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উঠছে বিতর্কের ঝড়। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে সংসদে ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন করার অভিযোগ উঠেছিল মহুয়ার বিরুদ্ধে। যা নিয়ে গোটা দেশেই বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল। মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজও হয়ে যায়। এবার ফের সেই মহুয়াকেই কৃষ্ণনগরের প্রার্থী করেছে ঘাসফুল শিবির। জোরকদমে চলছে ভোট প্রচার। অন্যদিকে মহুয়ার পাল্টা কৃষ্ণনগরের রানি মা অমৃতা রায় প্রার্থী করে বড় চমক দিয়েছে বিজেপিও। তিনি জোরকদমে প্রচার করছেন। এখন বিজেপি মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও কমিশনের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয় সেটাই দেখার।এবারও তৃণমূলের টিকিটে কৃষ্ণনগর থেকে লড়ছেন মহুয়া।তাঁর হয়ে সম্প্রতি প্রচারে ঝড় তুলতে দেখা গিয়েছিল খোদ তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

'আমরা থাকতে এনআরসি হবে না'- অভিষেক

সুশোভন সিংহ : রায়গঞ্জ-বালুরঘাট : নিউজ সারাদিন : ভোট প্রচারের শেষ লগ্নে উত্তরবঙ্গের দুই লোকসভা আসন রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানীর সমর্থনে গোয়ালপোখরে জনসভা করলেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এই জনসভায় অভিষেক বলেন,'তিন লক্ষ ভোটে আমাদের প্রার্থীকে জয়ী করুন, জুনে এসে বিজয় মিছিল করব'। গোয়ালপোখরে জনসভার শেষে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিধানসভা এলাকা ইটাহারে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে রোড শো করেন অভিষেক। বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে রোড শো-তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও ইটাহারে বিধায়ক। এদিন গোয়ালপোখরের এই সভাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দিতে বক্তব্য দেন। বক্তব্যের প্রথম থেকেই কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করেন তিনি। অভিষেক বলেন, 'এনআরসি নিয়ে বিজেপি যখন ধমকাচ্ছিল, তখন এক মাত্র দিদি এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনও কংগ্রেস নেতা আসেননি। আপনারা ধমকানো বন্ধ করুন। বাংলাকে উত্তরপ্রদেশ ভাববেন না। গুজরাত ভাববেন না। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ভাববেন না। ২০২১ সালেও একই ভুল করেছিলেন। আপনাদের একটা ভোটেই কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে ফেলে নতুন সরকার বসাতে পারে। আপনার একটা ভোটের অনেক দাম।' ১০ বছর আগে খাদ্য, জরুরি পণ্যের কী দাম ছিল, আর এখন কী হয়েছে। ১১০ টাকার চা পাতা এখন ২৮০ টাকা। এই হল 'অচ্ছে দিন'।

২০১৯ এ কংগ্রেস সিপিএম এর ভোট কাটাকাটির জন্য এই আসনে জিতেছিল বিজেপির সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী। ২০২৪ এ দেবশ্রী চৌধুরীকে রায়গঞ্জের পরিবর্তে দক্ষিণ কলকাতা থেকে টিকিট দেয় বিজেপি। এ বিষয়ে নাম না করে অভিষেক বলেন,"

এরপর ৩ পাতায়

আবার সন্দেশখালি এল সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আবার সন্দেশখালি এল সিবিআই। শনিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দু'টি দল দুই দিকে গিয়েছে। একটি দল থানার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। অন্য দলটি গিয়েছে সুন্দরীখালি এলাকায়।এর মধ্যে সন্দেশখালিতে শাহজাহান এবং তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের জমি জোর করে দখল করার যে অভিযোগ উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে সুপারিশ করেছে মানবাধিকার কমিশন। সুপারিশে বলা হয়েছে 'দখলিকৃত' জমি বৈধ মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার কথা। তা ছাড়াও কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (ইডি)-র করা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, স্থানীয়দের সচেতনতা বৃদ্ধি, তাঁদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা, দখলিকৃত জমিকে চাষের জন্য উপযোগী করে তোলা, সন্দেশখালি থানা এলাকায় 'নিখোঁজ' মেয়েদের উদ্ধারে তদন্ত চালানোর কথা বলা হয়েছে। এই সুপারিশগুলির ভিত্তিতে

এরপর ৩ পাতায়

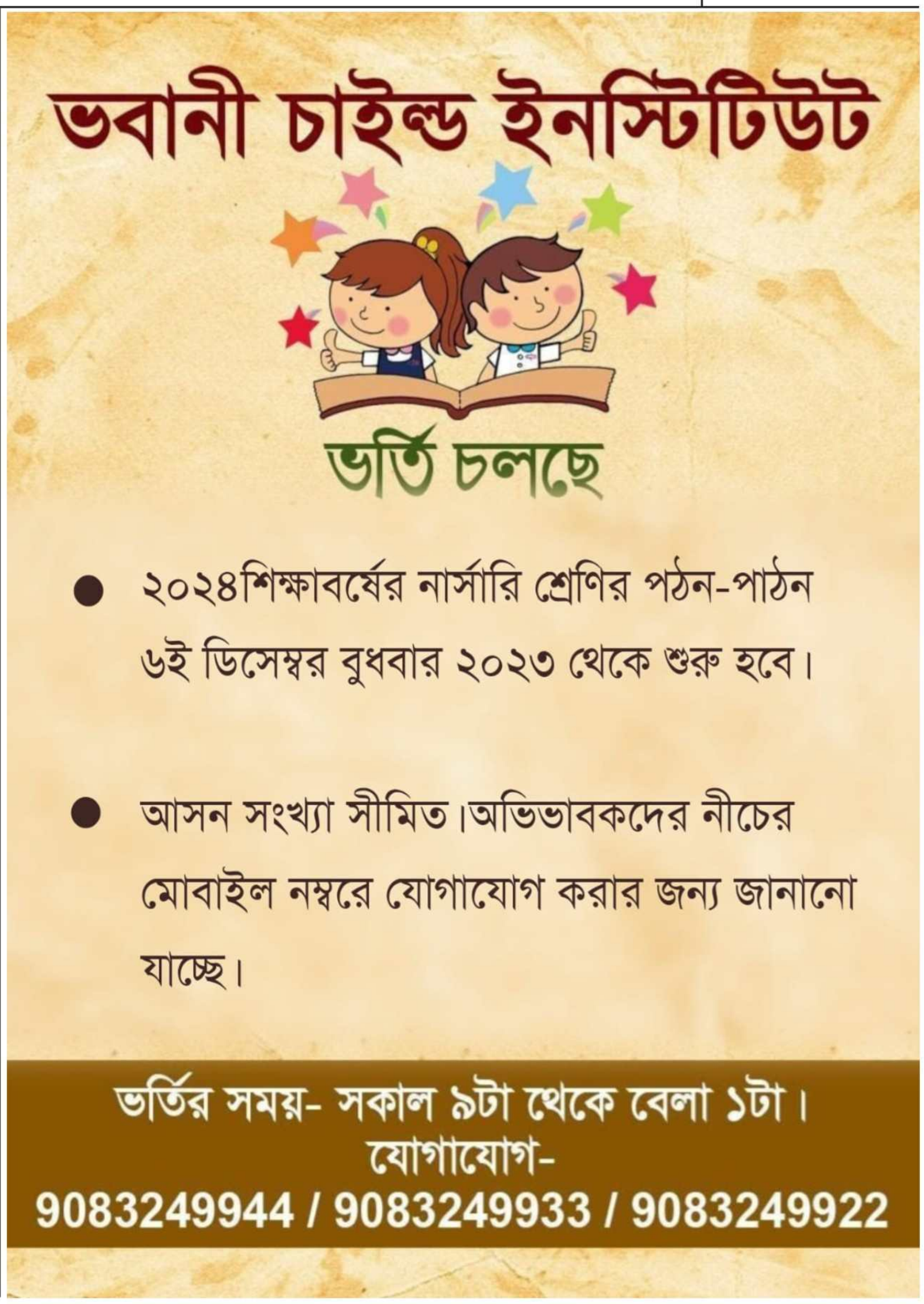

এবার তিন কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৮১.৯১ শতাংশ,

যা গত বারের তুলনায় আড়াই শতাংশের বেশি কম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের তিন আসনে। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার এই তিন কেন্দ্রেই প্রায় সব বুথের বাইরে শুক্রবার সকাল থেকেই লম্বা লাইন পড়েছিল ভোটারদের। এই তিন কেন্দ্রের ভোটে বিক্ষিপ্ত কিছু হিংসার অভিযোগ উঠেছে ঠিকই, কিন্তু মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণই হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে বদ্ধপরিকর কমিশন। ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের সময়ই কমিশন জানিয়ে দেয়, ভোট শান্তিপূর্ণ করাতে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে। প্রথম দফা ভোটের আগে কমিশনের কাছে বাংলার এই তিন আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথার কারণ ছিল কোচবিহার। ভোটের আগেও নিয়মিত ভাবে উত্তাপ ছড়িয়ে গিয়েছে কোচবিহার। তা-ই এই আসনের দিকে বাড়তি নজর ছিল কমিশনের। ভোটের দিনেও কোচবিহারের কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনার খবর প্রকাশ্যে এসেছে। কমিশনের কাছে অভিযোগও জমা পড়েছে। সেই তুলনায় আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে ভোটপর্ব মিটেছে নির্বিঘ্নেই। যদিও শিলিগুড়ি লাগোয়া এলাকা থেকে কিছু বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর এসেছে প্রায় দিনভর। তবে তা বাদ দিলে তেমন বড় কোনও হিংসা বা অশান্তির খবর মেলেনি এই জেলা থেকে।তবে শুক্রবার এই তিন কেন্দ্রের কোথায় কত ভোট পড়েছে তা নিয়ে নানা উৎসাহ ছিল। শনিবার কমিশন সূত্রে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাংলার তিন আসনে ভোটদানের হার ২০১৯ সালের থেকে কম। এ বার তিন কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৮১.৯১ শতাংশ। যা গত বারের তুলনায় আড়াই শতাংশের বেশি কম।

কমিশন সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার তিন লোকসভা আসনে শুক্রবার ভোট পড়েছে ৮৪.৫৭ শতাংশ। শুধু মোটের হিসাবে নয়, তিন আসনে আলাদা আলাদা ভাবে ভোটের হারের দিক থেকেও ২০১৯ সালের থেকে কম।শুক্রবার কোচবিহারে ভোট পড়েছে ৮২.১৭ শতাংশ। গত বার এই কেন্দ্রে ভোটদানের হার ছিল ৮৪.২৫ শতাংশ। এ বার এই কেন্দ্রের বিদায়ী বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে লড়াই এই লোকসভা কেন্দ্রেরই অন্তর্গত সিতাই বিধানসভার বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার। শুধু তা-ই নয়, কোচবিহারে লড়াইয়ে ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী নীতীশচন্দ্র রায়ও। কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন পিয়া রায়চৌধুরী।

আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে শুক্রবার ভোটদানের হার ছিল ৭৯.৭৬ শতাংশ। ২০১৯ সালে এই লোকসভা আসনে ভোট পড়েছিল ৮২.৬৯ শতাংশ। গত বার এই কেন্দ্র থেকে জয় পেয়েছিল বিজেপি। তবে এ বার বিজেপি আলিপুরদুয়ারে প্রার্থী বদল করেছিল। বিদায়ী সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লার জায়গায় ২০২৪ সালের লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছিল মাদারিহাট বিধানসভার বিধায়ক মনোজ টিগ্গাকে। প্রকাশ চিক বরাইককে টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল।বাংলার তিন আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে জলপাইগুড়িতে। গত বারও এই তিন আসনের মধ্যে শীর্ষে ছিল এই কেন্দ্রই। এ বার জলপাইগুড়িতে ভোটদানের হার ৮৩.৬৬ শতাংশ। ২০১৯ সালে এই কেন্দ্রে ভোট পড়েছিল ৮৬.৬৯ শতাংশ। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে এ বার বিদায়ী সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়কেই প্রার্থী করে বিজেপি। তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের হয়ে লড়েন এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধূপগুড়ি বিধানসভার বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়।

নৌ সেনার পরবর্তী প্রধান নিযুক্ত হলেন

ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নৌ সেনার পরবর্তী প্রধান হিসেবে ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠীকে (পিভিএসএম, এভিএসএম, এনএম) নিযুক্ত করল সরকার। বর্তমানে নৌ বাহিনীর উপ প্রধান হিসেবে কর্মরত ভাইস অ্যাডমিরাল ত্রিপাঠী নৌ সেনার শীর্ষ পদে দায়িত্ব নেবেন ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে। ওই দিন বর্তমান নৌ সেনা প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরিকুমার (পিভিএসএম, এভিএসএম, ভিএসএম) অবসর নেবেন।

ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠীর জন্ম ১৫ মে, ১৯৬৪ তারিখে। ১৯৮৫-র ১ জুলাই, তিনি ভারতীয় নৌ সেনার কার্যনির্বাহী শাখায় যোগ দেন। যোগাযোগ এবং বৈদ্যুতিন সমরশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এই আধিকারিক প্রায় ৩৯ বছর ধরে ভারতীয় নৌ বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ নানা দায়িত্ব সামলে চলেছেন। উপ নৌ সেনা প্রধান হওয়ার আগে তিনি ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলীয় নৌ কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং-ইন-চিফ।

ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী নৌ সেনার জাহাজ বিনাশ, কিরীচ এবং ত্রিশুলের কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় নৌ বহরের ফ্লিট অপারেশনস অফিসার, নেভাল অপারেশনসের ডিরেক্টর, নতুন দিল্লির নেভাল প্ল্যানসের প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি।

রিয়ার অ্যাডমিরাল হিসেবে তিনি নৌ বাহিনীর (নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ)-এর উপ প্রধান এবং পূর্বাঞ্চলীয় বহরের ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং হিসেবে কাজ করেছেন। ভাইস অ্যাডমিরাল হিসেবে তিনি এঝিমালার ভারতীয় নৌ অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর জেনারেল অফ অপারেশনস এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় নৌ কম্যান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার

এরপর ৩ পাতায়

প্রচারে গিয়ে বিরক্ত প্রকাশ করলেন রচনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি সময়ে মিম নিয়ে মন্তব্য করলে সবার প্রথমে যে ব্যাক্তিটির কথা উঠে আসবে তাঁর নাম হল রচনা বন্দোপাধ্যায়। এই তো কিছুদিন আগেই ভাইরাল হয়েছিল 'চিমনির ধোঁয়া'। এরপর টক দই থেকে শুরু করে গরুর প্রশংসাও।তবে এবার বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি। এর মধ্যেই সমাজমাধ্যমে রচনার নানা ভিডিয়ো ভাইরাল।বেশ কিছু দিন আগে গরমে প্রচারে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি সবচেয়ে বেশি কী খান। 'দই-বিতর্ক' নিয়ে সচেতন রচনা বলেন, "সবচেয়ে বেশি দই খাব।" তার পর প্রচণ্ড হাসেন। এমনকি গরুর প্রশংসাও করেন। এই নিয়েও সমাজমাধ্যমে কম জলঘোলা হয় নি। তবে এবার তিনি জানালেন "রচনা কেন হাসছে, রচনা কেন খাচ্ছে, রচনা কেন হাত নাড়ছে, রচনা কেন চিৎকার করে কথা বলছে- সবেতেই মিম! আমি যা করব তা-ই মিম্‌স!"তাঁকে নিয়ে যে 'মিম' তৈরি হচ্ছে, তা তিনি একেবারেই জানেন না এমন নয়।ঠিক সেই কারনেই বিরক্তিও প্রকাশ করলেন তিনি।শনিবার প্রচারে বেরিয়ে তিনি এই নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি।জানালেন, "আমি যা-ই করি, তা-ই মিম হয়! আমি সব সময় হাসি। সেটাও সাংঘাতিক একটা মিমের কারণ?"

তবে এর সুচনা টা হয়েছিল রচনার এক মন্তব্য দিয়ে। প্রচারে গিয়ে তিনি বলেন যে, গলির যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই তিনি ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন। কে বলে শিল্প নেই!গাড়ির জানলা দিয়ে হুগলির কলকারখানার চিমনির ধোঁয়া দেখতে পান তিনি। এতেই শুরু সামাজিক মাধ্যমে শোরগোল। কলকারখানা চালু রয়েছে। এ নিয়ে প্রবল সমালোচনাও শুরু হয়। তবে তাতে একটু হলেও পাত্তা দেন রচনা।তাই এবার প্রচারে বেরিয়ে বসলেই ফেললেন তিনি যা করেন তাই দিয়েই মিম হয়।

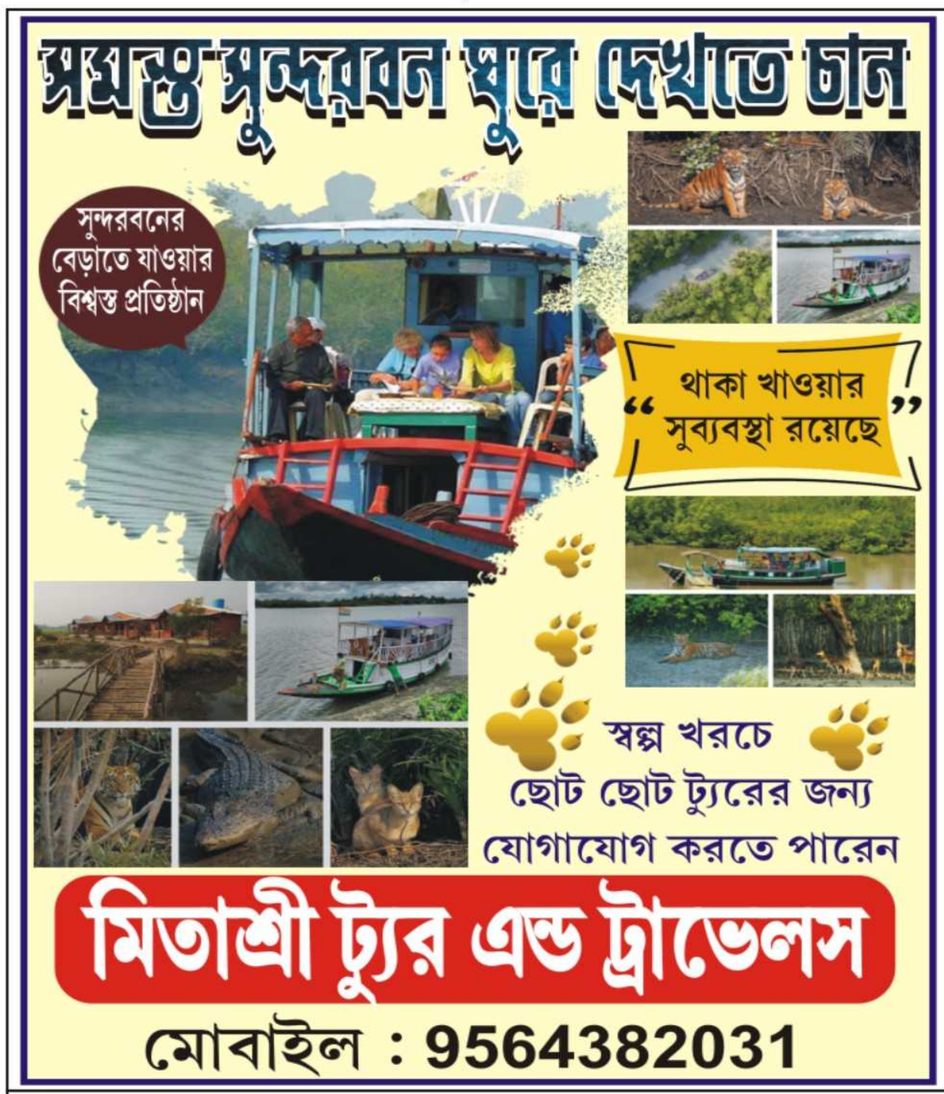

লোকসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটকেই

পাখির চোখ করেছে তৃণমূল

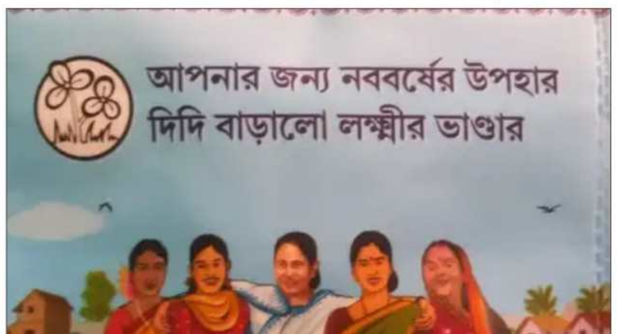

সিঙ্গুর: নিউজ সারাদিন : মহিলা ভোটারদের মন জয় করতে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস্টারস্ট্রোক ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ঘোষণা। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছে। এবার ভোট প্রচারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা রাখার জন্য মহিলাদের হাতে পৌঁছে যাবে মানিপার্স।রাজ্যে যে আসনগুলির লড়াইয়ে সবার নজর রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম দিকেই থাকবে হুগলি। দুই তারকা প্রার্থীর কে শেষ হাসি হাসেন হুগলিতে, সেটাই এখন দেখার।এই মানিপার্স আসলে মহিলাদের পাঠানো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববর্ষের উপহার বলেই প্রচারে নেমেছে তৃণমূল।

এ দিনই হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের রতনপুর এলাকায় প্রচারে বেরিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের হাতে এই বিশেষ ব্যাগ তুলে দেন তৃণমূল কর্মীরা। সূত্রের খবর, গোটা রাজ্যেই ভোট প্রচারে মহিলাদের হাতে এই পার্স তুলে দেওয়ার কৌশল নেওয়া হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। প্লাস্টিকের তৈরি ওই পার্সের গায়ে লেখা, আপনার জন্য নববর্ষের উপহার, দিদি বাড়ালো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

তৃণমূলের নতুন এই প্রচার কৌশল থেকেই স্পষ্ট, এবারেও লোকসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটকেই পাখির চোখ করেছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো উপহার বলে মহিলাদের হাতে হাতে এই ছোট্ট উপহার পৌঁছে দিলে তার প্রভাব ভোটবাক্সে পড়বেই বলে বিশ্বাস তৃণমূল নেতাদের। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে এবার তৃণমূল-বিজেপির সম্মানের লড়াই। সিঙ্গুর আন্দোলন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে ক্ষমতা দখলের ভিত তৈরি করেছিলেন, অথচ হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে গত বছর লোকসভা নির্বাচনে হারের মুখ দেখতে হয় শাসক দলকে। ফলে এবার হুগলি পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল। বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিপক্ষে তৃণমূলের বাজি এবার অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক

শওকত মোল্লার গ্রেফতারির দাবিতে পড়ল পোস্টার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জেলে বন্দি তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। তাঁর এলাকায় এবার পোস্টার পড়ল এলাকার আরেক দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা সওকত মোল্লার বিরুদ্ধে। ভাঙড়ের পোলেরহাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লাগানো বেশ কিছু পোস্টারে সওকল মোল্লাকে এলাকায় অশান্তির কারিগর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।কী বলছেন সওকত?

ভোটের মুখে এই ধরনের পোস্টার ক্ষুব্ধ সওয়কত মোল্লা। তাঁর দাবি জমি রক্ষা কমিটির থেকে লোকজন তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে, তাই এইসব পোস্টার দেওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ তৃণমূল বিরোধীদের দিকেই। তিনি বলেছেন, যত এইধরনের ঘটনা ঘটবে, ততই তৃণমূলের শক্তি বাড়বে। তৃণমূলের তরফে পোলেরহাট থানায় মৌখিকভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশও এব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে।প্রশাসন জবাব দাও!' এর পাশাপাশি আরও লেখা রয়েছে , 'বোমা গুলির মাস্টারমাইন এই ভাঙড়ে ঠাঁই

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে

রোড শো করল মিঠুন চক্রবর্তী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ দিনাজপুর: লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে শাসক ও বিরোধী দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এবং সিনেমার অভিনেতাদের নিয়ে প্রচার পর্ব চলছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। শনিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে জেলার মহকুমা শহর গঙ্গারামপুরে একটি রোড শো করলেন। এইদিন তার সাথে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। শনিবার সকালে গঙ্গারামপুর শহরের বিডিও অফিস মোড় থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে গঙ্গারামপুর শহরের কালিতলা পর্যন্ত একটি রোড শো করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ও রুদ্রনীল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন, প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার, গঙ্গারামপুর বিধানসভার বিজেপির বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা। এইদিন প্রখর সূর্যের তাপ ও গরমের দাবদাহকে উপেক্ষা করে গঙ্গারামপুর শহরের রাস্তার দুই ধারে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখার জন্য। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের আগামী ২৬শে এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দুই হেভিওয়েট নেতা তৃণমূল প্রার্থী রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ও জেলার ভূমিপুত্র বিপ্লব মিত্র এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন। ইতিমধ্যে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে বিজেপির তরফে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে জেলাতে প্রকাশ্য জনসভা করে গেছেন পাশাপাশি তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী, বাবুল সুপ্রিয় ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

এরপর ৩ পাতায়

বোমা-বন্দুকের আওয়াজে
ও চত্বরে ঢোকার সাহস দেখাত না গণতন্ত্রের ব্যালট বক্স

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একটা সময় ছিল যখন বোমা-বন্দুকের আওয়াজে ও চত্বরে ঢোকার সাহস দেখাত না গণতন্ত্রের ব্যালট বক্স। তবে সময় বদলেছে। অতীতের ভয়াবহতা সমূলে নিকেশ হয়েছে সম্প্রতি। সেই সুবাদেই মাওবাদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে স্বাধীনতার পর প্রথমবার ভোট উৎসবে অংশ নিল একটা গোটা গ্রাম।তবে ছত্তিশগড়ের পরিস্থিতি বদলাতে কোমর বাঁধে নিরাপত্তাবাহিনী। গত জানুয়ারি থেকে একের পর এক মাওবাদী বিরোধী অভিযানে অন্তত ৮০ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে নির্বাচনের ৩ দিন আগেই ওই এলাকায় মৃত্যু হয় ২৯ জনের। এলাকায় একের পর এক পুলিশ ক্যাম্প খোলা হচ্ছে সরকারের তরফে। একদা মাও অধ্যুষিত সব এলাকাগুলিকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। এই পরিস্থিতিতে জীবনে প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে উন্নয়নের আশায় বুক বাঁধছেন এলাকার মানুষও।শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই বাস্তব। শুক্রবার দেশের ১০২ টি লোকসভা কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়েছে প্রথম দফা লোকসভা নির্বাচন । সেই নির্বাচনী উৎসবে প্রথমবার সামিল হলেন ছত্তিশগড়ের বস্তারের চন্দামেটা গ্রামের বাসিন্দারা।

প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, বস্তারের চন্দামেটা গ্রামে বহুবার ভোট করানোর চেষ্টা হলেও বারবার ব্যর্থ হয়েছে প্রশাসন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই গ্রামে ভোট করাতে বদ্ধপরিকর ছিল প্রশাসন। সেইমতো দফায় দফায় মাওবাদ বিরোধী অভিযান শুরু হয় এলাকায়। সম্প্রতি ২৯ জন মাওবাদীকে খতম করতে সফল হয় নিরাপত্তাবাহিনী। এরপরই শুরু হয় চন্দামেটা গ্রামে ভোট করানোর তোড়জোড়। কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে গোটা এলাকার দখল নেয় নিরাপত্তা বাহিনী। শুক্রবার প্রথম দফার নির্বাচনে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় মোড়কে নির্বিঘ্নে চলে ভোটগ্রহণ। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, গ্রামে নথিভুক্ত ভোটারের সংখ্যা ৩২৫ জন। এঁদের মধ্যে ১৬২ জন মহিলা। পাহাড়, ঝর্ণা, জঙ্গল বেষ্টিত এই গ্রামে প্রবেশ রীতিমতো দুঃসাধ্য অভিযানের সামিল। মাওবাদীদের দাপটে এতকাল উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও পৌঁছয়নি গ্রামে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী, 'এতকাল না ছিল এখানে কোনও প্রশাসনিক আধিকারিক আর না ছিল কোনও পোলিং বুথ। ফলে ভোট নিতে এই গ্রামে পৌঁছতে না পেরে সরকারের তরফে বারবার আবেদন করা হয়েছে সরকারের অধীনে থাকা এলাকায় গিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য। তবে সে প্রস্তাব কোনওভাবেই গ্রহণ করেননি এলাকার মানুষ। তাঁদের বক্তব্য ছিল, মাওবাদীদের হুমকি উপেক্ষা করে সরকার অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে ভোট দিলে মৃত্যু নিশ্চিত। তখন সরকার বাঁচাতে আসবে না। আর ভোট দিয়েও লাভ কী?'

১-ম পাতার পর

ভোটের মুখে বিধি ভঙ্গের অভিযোগ, ফের বিপাকে মহুয়া মৈত্র

সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই মহুয়াই মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে আবারও নতুন বিতর্কে জড়ালেন। শুক্রবার একাধিক বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনগরে জেলাশাসক দফতরে মনোনয়নপত্র জমা দেন মহুয়া। তারপর সরকারি গাড়ি নিয়ে ফিরতে দেখা যায় তাঁকে। এখানেই উঠছে প্রশ্ন। একজন প্রার্থী কীভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন সেই প্রশ্ন তুলছে পদ্ম শিবির।

১-ম পাতার পর

আবার সন্দেশখালি এল সিবিআই

প্রশাসন কী পদক্ষেপ করছে, তা জানতে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবকে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে কমিশন।শনিবার সকালে ধামাখালির দিকে দেখা যায় সিবিআইয়ের একটি দলকে। একটি সূত্রের খবর, ওই দলটি যাচ্ছে থানায়। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালি ঘটনার তদন্তভার সিবিআই নেওয়ার পর বেশ কয়েক বার থানায় এসেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারী আধিকারিকেরা।শনিবারও তদন্তের প্রয়োজনেই সেখানে যাচ্ছেন বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, নতুন করে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই কারণেই শনিবারের সন্দেশখালি অভিযান সিবিআইয়ের। অন্য একটি দল আবার সন্দেশখালির সুন্দরীখালি এলাকায় গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তে এর আগে ওই এলাকায় সিবিআই গিয়েছে বলে শোনা যায়নি। সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই সূত্র ধরেই সুন্দরীখালিতে অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে। একটি সূত্রের খবর, জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এ বার।গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপরে হামলার ঘটনায় বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। অন্য দিকে, সন্দেশখালি এবং ন্যাজাট থানায় ২০১৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মহিলা নির্যাতন, জমির জবরদখল, স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর জুলুমবাজির যে সমস্ত অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার মধ্যে শাহজাহান শেখ ছাড়া নাম ছিল শিবু হাজরা এবং অন্যদের। যাঁদের বেশিরভাগই শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অথবা এখনও রয়েছেন। ইতিমধ্যে ইডি শাহজাহানের বেআইনি কাজকর্মের তদন্তে নেমে জমি বেদখল করা, জুলুমবাজি ইত্যাদি অভিযোগের দিকে নজর দিয়েছে। যে ব্যাপারে এ বার তাঁর সহযোগীদেরও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে তারা।

১-ম পাতার পর

'আমরা থাকতে এনআরসি হবে না'- অভিষেক

'এখানকার বিজেপি সাংসদ এবার দক্ষিণ কলকাতায় গিয়েছেন লড়তে। এখানকার সাধারণ মানুষ, এমনকি বিজেপি নেতারাও তাঁকে দেখেননি। তিনি এবার দক্ষিণ কলকাতায় কড়া জবাব পাবেন। উনি দু'বছর কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন। একটাও কি প্রকল্প এনেছিলেন আপনাদের জন্য?অনেক লোক বাইরে আটকে ছিলেন লকডাউনে। তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য কোনও পদক্ষেপ করেছিলেন?' ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে রায়গঞ্জের নাম আসলে যার নামটা সবার আগে আসে তিনি হলেন কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমন্ত্রী। প্রিয় বাবুর রায়গঞ্জ লোকসভা ২০১৯-এ প্রথমবার জিতে নিয়েছিল বিজেপি। তৃণমূলের অভিযোগ এই আসনে কংগ্রেস সিপিআইএম এর ভোট কাটাকাটির জন্য জিতে গিয়েছিল বিজেপি। এদিন এই সভা থেকে এ প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, '২০১৪ সাল পর্যন্ত এখানে কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন। তার পরের বার সিপিএমের। গত বার তৃণমূলের প্রার্থী হেরে যান। কারণ, মানুষকে ভুল পথে চালিত করেছেন সিপিএমের মহম্মদ সেলিম এবং কংগ্রেসের দীপা দাশমুন্সি। তাঁদের দু'জনের ভোট তৃণমূল পেলে আমাদের প্রার্থী জয়ী হতেন।২০১৯ সালে আসলে বিজেপির হাত মজবুত করেছেন ওঁরা।'

তৃণমূল সমর্থিত রায়গঞ্জের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানী সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিষেক বলেন,'ওঁরা (বিজেপি) যে ভাষা বোঝে, সেটাই বলুন। আপনারা দল ভাঙার রাজনীতি জানলে, তৃণমূলও জানে। কৃষ্ণ কল্যাণী বিজেপি ছেড়ে আসার পরেই ওঁর বাড়িতে আয়কর দফতরের হানা। দু'দিন ধরে চলেছিল। তাও তিনি নত হননি। লড়াই করেছেন। যে নিজের ভালবাসা নিয়ে এঁদের সঙ্গে লড়াই করে, তার জনতার প্রতিনিধি হওয়া উচিত কি না, আপনারাই বলুন?' 'আবাসের জন্য তিন বছর ধরে আবেদন করেছেন আপনারা। শিলিগুড়িতে মোদী বলেন, হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন আবাসের জন্য। হাতজোড় করে বলছি, পরের বার এলে কাগজ নিয়ে আসবেন যে, গত তিন বছরে কত টাকা দিয়েছেন। ৩৬ দিন হয়ে গেছে, বিজেপির কোনও নেতা ১০ পয়সার হিসাব দিতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী কি কাগজ দেখাতে পেরেছেন, যে আপনাদের থেকে কাগজ চাইছেন? নিজে পারেননি। পারলে দেখান। তিনি শুধুই সাধারণ মানুষকে ভুল পথে চালনা করছেন। 'আমরা থাকতে এনআরসি হবে না। আমরা ভাড়াটে। জনতাই মালিক। তেমন গোটা দেশেই মালিক জনতা।' এর পর হিন্দিতে কবিতাও বলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'কিরায়েদার হ্যায়, যাতি মকান থোড়ি হ্যায়, হিন্দুস্তান সভি কা, কিসি কে বাপ কা থোড়ি হ্যায়।' অভিষেক আরো বলেন, অভিষেকের কথায়, 'পাঁচ বছরের গদ্দারির জবাব দিন। জনজোয়ার যাত্রার সময়ও উত্তর দিনাজপুরে তিন দিন ছিলাম। আপনারা যাঁদের বলেছিলেন, তাঁদের পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড় করিয়েছিলাম। তাঁরা জিতেছেন। এ বার তিন লক্ষ ভোটে কৃষ্ণ কল্যাণীকে জেতাতে হবে।' ৫নং রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে কৃষ্ণ কল্যানীর জয়ের পথে বড় কাঁটা হতে পারে বাম-কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। এই লোকসভা কেন্দ্রের গোয়ালপোখর,করণদিঘিতে ও চাকুলিয়ায় প্রধানত সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে যাতে ভিক্টর দাঁত না ফোটাতে পারেন, তার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ঘাসফুল শিবির। সূত্রের খবর অনুসারে,সোমবার চাকুলিয়া,করণদিঘিতে সভা করতে আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ওই দিন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের কুমারগঞ্জ ও সদর বালুরঘাটেও সভা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

কোনও সমীক্ষা বিশ্বাস করবেন না,সব বিজেপি টাকা দিয়ে করিয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের বুকে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণের পালা। শুক্রবার দেশের ১০২টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলার ৩টি লোকসভা কেন্দ্রও ছিল। সেই ৩ কেন্দ্র হল - কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি।এদিন অভিষেক বলেন, 'কাল উত্তরবঙ্গের তিনটি আসনে নির্বাচন ছিল। বাংলা বিরোধীদের ঘরে কাল আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির মা, বোন, ভাইরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছে। ২৬ তারিখ আপনাদের সময়, যে যে ভাষায় শিখবে, তাঁকে সেই ভাষায় শিক্ষা দিন। গতকাল যে নির্বাচন হয়েছে, সেখানে তিনটি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জিততে চলছে। আমরা কৃষ্ণ কল্যাণীকে প্রার্থী করেছি, কারণ ইনি বিজেপি থেকে এসেছিলেন, তারপরেই এর বাড়িতে আইটি তল্লাশি হয়। দুদিন ধরে তল্লাশি চলেছে। তারপরেও তিনি মাথা নিচু করেননি। উনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। যিনি মাথা উঁচু করে লড়াই চালিয়েছেন, তাঁকেই নির্বাচিত করা উচিত।' মমতা কী বলেছেন, 'আমাদের অনেক আদিবাসী নেতা আছেন। প্রকাশ চিক বরাইক আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ। তা সত্ত্বেও এ বার আলিপুরদুয়ার থেকে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত জিতে যাবে। কোনও সমীক্ষা বিশ্বাস করবেন না। সব বিজেপি টাকা

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে রোড শো করল মিঠুন চক্রবর্তী

নির্বাচনী প্রচার ও জনসভা করে গেছেন। এই দুই হেভিওয়েট নেতা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে একে অপরকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। সেইমত অবস্থায় দুই দলের হেভিওয়েট নেতা ইতিমধ্যে জেলা জুড়ে জনসভা ও রোড শো করছেন। শনিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মহকুমা শহর গঙ্গারামপুরে বিজেপির প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে রোড শো করলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন গঙ্গারামপুর শহরের সহস্রাধিক মানুষ রাস্তার দুই ধারে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য ভিড় জমান।

২ পাতার পর

ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার গ্রেফতারির দাবিতে পড়ল পোস্টার

নাই।'

এই পোস্টার পড়া নিয়ে ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেছেন, "যারা পোস্টার মারছে তারা আমাদের আর্শীবাদ করছে। যত এমন করবে ততবেশি এই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী হবে।" শওকতের কথায়, "আমি জানি না কারা এই সব করছে। পক্ষের লোক নাকি বিপক্ষের লোক। তবে যারাই করছে তারা আমাদের আশীর্বাদ করছে। দোয়া করছে। কারণ এইসব করলে তৃণমূল আরও বেশি শক্তিশালী হবে। ভাঙড়ের মানুষ মিথয়াকে কখনও প্রশ্রয় দেবে না।উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভাঙড় ২ ব্লক তৃণমূলের আহ্বায়ক (কনভেনর) পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আরাবুল ইসলামকে। তারপর থেকেই যদিও অস্বস্তি বেড়েছিল দলের অন্দরে। এরপর শওকতের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ায় চাঞ্চল্য আরও বাড়ল বলেই খবর।

২ পাতার পর

নৌ সেনার পরবর্তী প্রধান নিযুক্ত হলেন ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী

কম্যান্ডিং-ইন-চিফ-এর দায়িত্ব সামলেছেন। রেওয়া-র সৈনিক স্কুল এবং খাদাকভাসলার ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির প্রাক্তনী ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী ওয়েলিংটনের ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ, কারাঞ্জা-র নেভাল হায়ার কম্যান্ড কোর্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস নেভাল ওয়ার কলেজেও পাঠ নিয়েছেন।

উত্তর ভারতেও পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে বিজেপির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টের পেয়েছেন যে, বিজেপি জমি হারাচ্ছে। উত্তর ভারতেও পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে বিজেপির। সেই ভয় ধরেছে মোদীর মনেও।প্রসঙ্গত, শনিবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দুটি সভা রয়েছে বেঙ্গালুরু এবং পার্শ্ববর্তী চিক্কাবল্লাপুরায়। তার আগে মহারাষ্ট্রের নান্দেড়ে এক জনসভায় মোদী দাবি করেন, প্রথম দফার নির্বাচনে হেরে গিয়েছে ইন্ডিয়া জোট। তিনি আরও বলেন, ইন্ডিয়া জোটের নেতারা সনাতন ধর্মকে অসম্মান করছে। অযোধ্যা রামমন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করছে। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেসের তৈরি করা সমস্ত ক্ষতে প্রলেপ লাগানোই মোদীর গ্যারান্টি।তা না হলে এরকম নিম্নরুচির কথা তিনি বলবেন কেন?' কর্নাটকে মোদীর প্রচারে আসার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রধানমন্ত্রীকে মাংস-বিতর্কে নিশানা করল কংগ্রেস। এদিকে, মোদীও মহারাষ্ট্রের এক জনসভায় বলেন, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ওয়েনাড়ে হেরে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন। তাই উনি আরও

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

রাজভবনে জরুরি বৈঠক ডাকলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস

খুব পরিষ্কার হয়েছে। এক, আচার্যই নিয়োগ করবেন উপাচার্যদের এবং দুই, সেই নাম বেছে নিতে হবে রাজ্য সরকারের সুপারিশ করা তালিকা থেকেই। এই অবস্থায় যদি রাজ্য সরকারের তালিকায় পাঠানো কয়েকটি নাম আচার্য বাতিল করেন, তা হলে তাঁরই দায়িত্ব রাজ্যের কাছে আরও নাম চেয়ে পাঠানো। সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেলের অবস্থানও তাই। আমি সেই অবস্থানের কথাই মনে করিয়েছি মাত্র। বুঝতেই পারছি না কোথায় আমি পিছু হটলাম।'গত মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্য সরকারের তৈরি তালিকা থেকেই অবিলম্বে ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে। এর সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, রাজ্যের ৩১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ওই ছ'টি বাদ দিয়ে বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার রাজ্যপালের কাছে বাছাই করা কিছু নামের তালিকা পাঠাবে। এই আবহে বৃহস্পতিবার অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরমণির সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল। তার পরেই আজ এই বৈঠক ডাকা হল রাজভবনে।শুক্রবার রাতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলা হয়েছে, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে নিজের অবস্থান বদল করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষা দফতর আগের মতো নিজেরাই উপাচার্য নিয়োগের আগ্রাসী পথে ফিরে গিয়েছে এবং টুইট করছে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগের জন্য আচার্যকে অনুরোধ করেছেন উচ্চ শিক্ষা দফতরের সিনিয়র বিশেষ সচিব।

অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগের জন্য রাজ্যের পক্ষ থেকে ৩১ জনের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই তালিকা থেকে ছ'টি নাম গ্রহণ করে বাকিদের নাম রাজ্যপাল প্রত্যাখ্যান করেছেন। এঁদেরই উপাচার্যহীন ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করার কথা রাজ্যপালের।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১০৮ সংখ্যা ২১ এপ্রিল, ২০২৪ রবিবার ০৮ বৈশাখ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

উত্তর ভারতেও পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে বিজেপির

একটি কেন্দ্র থেকে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। মোদীর দাবি, প্রথম দফার জনমত ইন্ডিয়া জোটের বিপক্ষে গিয়েছে।

দলের সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভা প্রার্থী কে সি বেণুগোপাল একটি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মাংস খাওয়া নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে ভাষণ দিচ্ছেন কী করে? আসলে উনি হারের ভয় পেয়েছেন। বুঝতে পারছেন উত্তর ভারতসহ সর্বত্র বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সেই আতঙ্ক থেকেই কে মাংস খাবে, কে খাবে না, তা নিয়েও ভোটের প্রচার করছেন।বেণুগোপাল বলেন, উনি কী বলতে চাইছেন যে, বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা কেউ মাংস খান না! তাঁরা সকলেই নিরামিষাশী? আর সমস্ত কংগ্রেস কর্মী আমিষভোজী, প্রশ্ন তোলেন বেণুগোপাল। কে কী খাবেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ। কেউ সেটা ঠিক করে দিতে পারেন না। বিজেপি রামমন্দিরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে, এই অভিযোগ তুলে বেণুগোপাল আরও বলেন, মানুষ সেটা টের পেয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, বিজেপি কিংবা মোদী কেউই দেশের বেকারি, কৃষক সমস্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে রা কাড়ছেন না! কেন? বিজেপি চায় ধর্মের জিগির তুলে এসবকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে। কিন্তু, সেটা একবার হয়, বারবার হয় না। নির্বাচন এলেই বিজেপি এটা করে। আসলে ওদের ধর্মবিশ্বাসে কোনও পবিত্রতা নেই, দাবি বেণুগোপালের।

সম্পাদকীয়

কংগ্রেস ও বিজেপি গরীবদের জন্য কী করেছে - সেই প্রশ্নও তোলেন মমতা

সাত দফা নির্বাচন নিয়ে আবারও উষ্মা প্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট প্রচারে মালদায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেখান থেকেই সাত দফা নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি বিজেপিকে নিশানা করেন। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতার অভিযোগ, ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সহকর্মীদের দেশের সম্পদ ব্যবহার করে ব্যাপক প্রচার চালানোর জন্যই সাত দফায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন।এদিন মমতা জানিয়ে দেন রাজ্যে ইন্ডিয়া জোট হয়নি। এই রাজ্যে তিনি একাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। তিনি কংগ্রেস ও সিপিএমকে একটিও ভোট না দেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন। মমতা বলেন ইন্ডিয়া জোট তিনি তৈরি করেছেন। সেটা পরবর্তীকালে তিনি দেখে নেবেন।মালদহ উত্তরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধয়ায়। তাঁর সমর্থনের গাজোলে জনসভা করেন মমতা। সেখানেই তিনি বলেন, '১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুন পর্যন্ত নির্বাচন হবে। এই দীর্ঘ সময় মোদী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা যাতে প্রচার করতে পারেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা। বিরোধীদের কাবু করতে প্রতিটি পর্বের আগে তারা সারা দেশে বিমানে সফর করেন।' তিনি আরও বলেন, আগে সাধারণত নির্বাচন মে মাসে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এবার নির্বাচন চানা হয়েছে জুন মাস পর্যন্ত। মোদীকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিমানে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, তৃণমূল নেতারা নিজেদের টাকা দিয়ে হেলিকপ্টার বুক করে নির্বাচনী প্রচারের জন্য। বিজেপি নেতারাও বিমান বুক করছেন, যাতে বিরোধীরা কম পায় বিমান বা হেলিকপ্টার। তৃণমূল নেত্রী আরও বলেন, প্রবল এই গরমে মানুষ নানা ধরনের অসুবিধায় পড়েছেন। কিন্তু বিজেপি নেতারা ভিভিআইপি স্বাচ্ছন্দ্যে প্রচার চালাচ্ছে। তারা সব ধরনের সুযোগ সুবিধে পাচ্ছে।এদিন মমতা ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনার টাকা নিয়ে বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসকেও নিশানা করেন। তিনি বলেন, তৃণমূলের সাংসদরা দিল্লিতে গিয়ে মনরেগা প্রকল্পের টাকা ও আবাস যোজনার টাকা নিয়ে একাধিকবার সওয়াল করেছে। কিন্তু মুখে কুপুল এঁটে বসে রয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস সাংসদরা। তারা এই বিষয়ে কোনও কথাই বলে না। কংগ্রেস ও বিজেপি গরীবদের জন্য কী করেছে - সেই প্রশ্নও তোলেন মমতা। নাম করে মামলা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুকেও নিশানা করেন। তিনি বলেন, খগেন মুর্মু জবকার্ডধারীদের জন্য কিছুই করেননি।

মনি পর্বতে রামকোটের মন্দির

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

শেষ হলো না। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম বিশাল বিশাল বাড়ির সামনে, বাড়ির গায়ে লেখা আছে রাম জন্মভূমি। দেখে মনে হলো লোকটি গাইড, গাইড জানালেন, অনেকেই দাবি করেন এখানেই রামের জন্মভূমি। তবে কোন বাড়িতে রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা বলা মুশকিল। তবে রামকোর্টের বিতর্কিত অঞ্চলটি রাম জন্মভূমি বলে পরিচিত। তবেই এখানকার মন্দির বা মসজিদে দেখলাম কয়েকটি করে গম্বুজ। ভেতরে প্রবেশ করতে দুটি ফটক পার হতে হয়। গাইড আমাদেরকে নিয়ে এলো ওখানে। দেখলাম, দুই ফটকের মাথার উপর লেখা আছে রাম জন্মভূমি। রামকোর্টের কাছে কনক ভবন। বিশাল রাজভবন এটি। মোগল স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে এখানে। দ্বিতল সাদা রংয়ের এ বাড়ির দেয়ালে লেখা দেখলাম শ্রী কনক ভবন অযোধ্যাজী। অন্যদিকে সুচিত্রা ভবন দেখতে গিয়ে বেশ ভালই লাগলো। বাবরি মসজিদের ডানদিকেই এই সুমিত্রা ভবন। স্টেশন থেকে মাত্র ২ কি.মি. দূরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। ওখানে দেখলাম, একটি প্রাচীন মন্দির। কথিত আছে, মহারাজ কুশ এই মন্দির তৈরি করেছিলেন। মন্দিরের ভেতরে আমি ঢুকতে চাইলে একজন সন্ন্যাসী বাধা দিলেন। বললেন, ওখানে কয়েকশ' বিষধর সাপ বাস করে। ওদের কাজ সাধারণ মানুষ দেখা মাত্রই তাদেরকে দংশন করা। যতোই হরিবোল বলে জপ করিস না কেন, কাজ হবে না। ওখানে ঢুকলে সাপের দংশনেই তোমার মরতে হবে।এই কথাগুলো শুনে আমার মনের ভিতরে ভয়ে কেঁপে উঠলো আমি আর ভিতরে প্রবেশ করলাম না। এখান থেকে বেরিয়ে এবার মিনিবাসে করে পৌছালাম মনি পর্বত।এই

পর্বত নিয়ে নানা বিশ্বাস। লক্ষ্মণ আহত হলে হনুমান হিমালয়ে গিয়ে সঞ্জীবনী ওষুধ খুঁজে না পেয়ে পাহাড়টিকে মাথায় করে নিয়ে আসেন। অযোধ্যার উপর দিয়ে যাবার সময় তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন এই পাহাড়ে। এখানে পাথর দিয়েই তৈরি হয়েছিল রামকোর্টের মন্দির।রামেরা চার ভাই সকাল বেলা প্রতিদিন দাঁতন করতে যেতেন একটি পুকুরে, সেই স্থানটি এখন দাঁতন ক্ষেত্র নামে পরিচিত। ওখানে দেখলাম, পুকুরের চারপাশে চারটি থামের ওপর চার ভাইয়ের নাম লেখা। আছে সীতার রান্নাঘর। আমরা এসব দেখে দেখে তো রীতিমতো থ খেয়ে গেলাম।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কংগ্রেস নেতার মেয়েকে কোপের পর কোপ মেরে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য কর্নাটকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কংগ্রেস নেতার মেয়েকে কোপের পর কোপ মেরে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য কর্নাটকে। অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে ওই যুবতীর সম্পর্ক ছিল বলে গুঞ্জন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অভিযুক্তকে এড়িয়ে চলছিলেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে 'লাভ জেহাদ' বলে দাবি কন্যাহারা বাবার। অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে হাত শিবির।

এদিকে শাসক দল 'লাভ জেহাদে'র অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই ওই অপরাধ করেছে অভিযুক্ত। যে প্রসঙ্গে নিরঞ্জন ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "এই রাজ্য এবং গোটা দেশ দেখছে আমার মেয়ের সঙ্গে কী হয়েছে। ওরা এটাকে ব্যক্তিগত বলছে। এতে ব্যক্তিগতর কী আছে? ওরা কি আমার আত্মীয়?"

এই ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসকে বিপাকে ফেলতে চাইছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যের ধারওয়াড়ের সাংসদ প্রহ্লাদ যোশির সন্দেহ, এটা 'লাভ জেহাদে'র ঘটনা। এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি কর্নাটক সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে বলেছেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে অস্বস্তিতে জনতা। তাঁর কথায়, কংগ্রেসের 'সি' এখন 'করাপশন, ক্রিমিনালিটি অ্যান্ড কমিউনাল ভায়োলেন্স'-এর প্রতীক হয়ে উঠেছে। যদিও কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই মামলার সঙ্গে 'লাভ জেহাদে'র কোনও সম্পর্ক নেই।সব মিলিয়ে ২৩ বছরের নেহা হিরেমথের মৃত্যু ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। অভিযোগ ওঠার পর সরব হয়েছে বিজেপিও। যদিও দক্ষিণী রাজ্যের প্রশাসন এই খুনে 'লাভ জেহাদে'র তত্ত্ব মানতে নারাজ।

ঠিক কী অভিযোগ? জানা যাচ্ছে, এমসিএ প্রথম বর্ষের পড়ুয়া নেহার প্রাক্তন সহপাঠী ছিলেন ফায়াজ খোন্দুনায়েক। অভিযুক্তের দাবি, কেবলই সহপাঠীই নয়, তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ফায়াজকে এড়াতে শুরু করেন নেহা। এর পরই আক্রোশ থেকে প্রাক্তন বান্ধবীকে আক্রমণ করেন তিনি। তাঁর শরীরে সাতটি কোপ মারেন ছুরির। মৃত্যু হয় নেহার। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ফায়াজকে। এই ঘটনায় লাভ জেহাদে'র অভিযোগ তুলেছেন নেহার বাবা কংগ্রেস নেতা নিরঞ্জন হিরেমথ। তাঁর দাবি, ফাঁদে ফেলা হয়েছিল ওই যুবতীকে। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় নিরঞ্জন বলেছেন, "ওই গ্যাং বহুদিন ধরেই চক্রান্ত করছে। ওরা চেয়েছিল আমার মেয়েকে ফাঁদে ফেলতে কিংবা খুন করতে। আড়ালে শাসাচ্ছিল নিয়মিত। কিন্তু আমার মেয়ে সেসবে পাত্তা দেয়নি।"

TV9 বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ 'সন্ত্রাসের 'স্বর্গ' রাজ্য'। ২১ এপ্রিল রবিবার, রাত ১০ টায়।

কলকাতা,২১ এপ্রিল: নিউজ সারাদিন : ১ মার্চ ২০২৪। বেঙ্গালুরু। রামেশ্বরম ক্যাফে। লাঞ্চ টাইমে ভিড়। রেস্তোরাঁর কোনায় একটা ব্যাগ রাখা। কার ব্যাগ? কে এসে রেখে গেছে। এই প্রশ্নগুলো সেই সময় হয়তো কারও মনে আসেনি! হঠাৎ বিস্ফোরণ। ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা আইঅডি। বদলে গেল রামেশ্বরম ক্যাফের নকশা। সে দিন ওই বিস্ফোরণ কারও প্রাণ কেড়ে নেয়নি বটে, কিন্তু দশ জন গুরুতর ভাবে আহত হলেন। ফিরে এলেন মৃত্যুর মুখ থেকে। ৩ মার্চ ২০২৪। তদন্তে নামল এনআইএ। ২৭ দিন পর মিলল প্রথম লিঙ্ক। বাংলায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল জঙ্গিরা। দিনের পর দিন ধরে এই শহর কলকাতায় পথেঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছে এই বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত দুই জঙ্গি। অতীতেও কলকাতায় বারবার আস্তানা গেড়েছে জঙ্গিরা। ২০০৭ সালে বেঙ্গালুরুতে ইনফরমেশন টেকনোলজি সংস্থায় নাশকতার ঘটনার উঠে এসেছিল আল বদর নামে একটা জঙ্গি সংগঠনের নাম। আর সেই ঘটনায় ধরা পড়েছিল ফৈয়াজ নামে এক যুবক। তদন্তে জানা যায় সে একটা সময় কলকাতায় ডেরা নিয়েছিল। ২০১৭ সালে বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তদেরও এই রাজ্য থেকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। সেই সঙ্গেই ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ইয়াসিন ভাটকলও নাকি লুকিয়েছিল এই বাংলাতেই। ঠিক যেমনটা লুকিয়েছিল রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত দুই অভিযুক্ত জঙ্গি। ১২ এপ্রিল ২০২৪। ভোরবেলা। দিঘা। দুজন জঙ্গিকে ধরতে অপারেশন চালাল এনআইএ। জালে আব্দুল মথিন আহমেদ তৃহা ও মুসাভির হুসেন শাজিব। কোথায় লুকিয়ে ছিল এই দুই জঙ্গি ২৮ দিন ধরে? এটা৯ বাংলার অন্তর্তদন্ত। সঙ্গে রয়েছে অতীতে বাংলার মাটিতেই ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর জঙ্গি হানা আমেরিকান সেন্টার আক্রমণ ও বৌবাজার ব্লাস্টের মতো ঘটনা। রাজনীতি কি হাওয়া দেয় বাংলায় এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে? ভোটের আগে তাই জঙ্গি ধরা পড়া নিয়ে তরজা চলছে শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে। এই সব নিয়েই TV9 বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ 'সন্ত্রাসের 'স্বর্গ' রাজ্য'। ২১ এপ্রিল রবিবার, রাত ১০ টায়।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

(দেবীভাগবত পুরাণ)প্রথমতঃ মনসা কশ্যপ মুনির মানস কন্যা, কেননা চিন্তা ভাবনার সময় মুনির মন থেকে উৎপন্না। দ্বিতীয় মানুষের মন তদীয় ক্রীড়া ক্ষেত্র, তৃতীয়তঃ নিজেও মনে মনে পরমাত্মার ধ্যান করেন বলে দেবীর নাম মনসা। মন মানুষের শত্রু আবার মন মানুষের মিত্র হতে পারে। “মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।” মন যদি শুদ্ধ, একাগ্র চিত্ত, নিজ বশীভূত, ভগবৎপরায়ণ হয় - ত সেই মন মোক্ষের কারন। তাই এই মনকে 'মিত্র' বলা যাবে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৩ পাতার পর

কোনও সমীক্ষা বিশ্বাস করবেন না,সব বিজেপি টাকা দিয়ে করিয়েছে

দিয়ে করিয়েছে। বিধানসভায় ২০০টি ভোট পাবে বলেছিল। পায়নি। এ বারও পাবে না।'সেই ৩ কেন্দ্রে প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে। এবার সেই ভোটের ফলাফল কী হতে চলেছে তা নিয়ে এদিওন অর্থাৎ শনিবার মুখ খুলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে এই বিষয়ে মুখ খোলেন অভিষক উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের সভা থেকে। পরে এই নিয়ে মালদার গাজোলের সভা থেকেও মুখ খোলেন। দুইজনই কার্যত ওই ৩ আসনে তৃণমূলের ভাল ফল করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী অভিমত তুলে ধরেন।

সিনেমার খবর

বান্ধবীর ছেলেকে বিয়ে করেন এই অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : সিনেমার চিত্রনাট্য হার মানবে চলচ্চিত্র পরিচালক বিরসা দাশগুপ্ত ও অভিনেত্রী বিদিপ্তার প্রেম কাহিনির সামনে। বয়সে বড়, এক সন্তানের মা বিদিপ্তার প্রেমে পড়েছিলেন বিরসা। তখনো ডিভোর্স চূড়ান্ত হয়নি অভিনেত্রীর। কোথায়-কীভাবে শুরু হয়েছিল তাদের প্রেমের গল্প? সম্প্রতি খোলসা করেছেন এই অভিনেত্রী। অনেকেই জানেন বিদিপ্তা তার শাশুড়িমাকে কেয়া পিসি বলে ডাকেন, আর শ্বশুরমশাইকে 'রাজাদা'। বিয়ের ১৪ বছর পরেও সেই ধারা অটুট রয়েছে। আসলে বিপ্লব কেতন চক্রবর্তীর তিন মেয়েই ছোট থেকে টেলিভিশনের জগতে কাজ করছেন, সেই সূত্রেই পরিচালক রাজা দাশগুপ্তর বাড়িতে যাতায়াত ছিল বিদিপ্তার। দূরদর্শনের সূত্রে চৈতালিকে বোন বলতেন বিদিপ্তার বাবা, তাই চৈতালি পিসি। যদিও বিদিপ্তা ও চৈতালি খুব ভালো বন্ধু। এক সাক্ষাৎকারে বিদিপ্তা বলেন, 'রাজাদার কাজ করার সূত্রে এই বাড়িতে আমার যাতায়াত। তখন তো বিরসা-রিভুকে ছোট বয়সে দেখেছি। হয়ত কখনো গালও টিপে দিয়েছি আদর করে, ঠিক মনে নেই (হাসি)।'

অভিনেত্রী জানান, স্বামীর চেয়ে বয়সে সাড়ে ছয় বছরের বড় তিনি। কিন্তু বয়সের এই ফারাক কোনোদিন বাধা হয়নি তাদের সম্পর্কে। বান্ধবী তথা শাশুড়ি মা বললেন, 'আমার দুই বউমার ছেলের চেয়ে বয়সে বড়। ভাইও দাদার পথে হেটেছে। বিদিপ্তা এর ফাকেই বলে ওঠেন, প্রথম বিয়ের আগে কেয়া পিসির সামনে বুদ্ধি চাইতে গিয়েছিলেন তিনি। অভিনেত্রী বলেন, একজনের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলাম, কিন্তু সম্পর্কটা ঠিক দিকে চলছিল। সেইসময় আমাকে অন্য একজন প্রোপোজ করে। আমি নন্দন চত্বরের লেডিজ ক্যান্টিনের সামনে চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করছিলাম, কী করি বলো তো? উনি আমাকে বলেছিল তুই লালুকে বিয়ে কর। যাই হোক সেই বিয়েটা আমার টেকেনি। মেয়েকে নিয়ে চলে আসতে বাধ্য হই'। খাতায়-কলমে তখনও ডিভোর্স হয়নি প্রথম স্বামীর সঙ্গে। এক বাড়িতেই থাকেন। মেয়েকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় গিয়েছিলেন বিদিপ্তা। কেয়া পিসির সঙ্গেই ছিল তার এই ট্রিপ। দুই ছেলে মুম্বাই থেকে এসে সারপ্রাইজ দেয় বাবা-মা'কে। বিরসার আসবার কথা শুরুতে কেউই জানতেন না। বিদিপ্তা বলেন, 'সেই মেলার মাঠে ওদের ফ্যামিলি রিইউনিয়নের মাঝে আমি ঢুকে পড়লাম। সেই সময় বিরসারও সবে একটা প্রেম ভেঙেছে। আমারই এক বান্ধবীর সঙ্গে ওর প্রেম ছিল। ওরও মন খারাপ, আমিও বিবাহিত জীবন নিয়ে কেয়া পিসি তো বলে সেই যে তোরা হাত ধরে গল্প করতে করতে কোথায় পৌষমেলার মাঠে হারিয়ে গেলি....'। বিয়ের ১৪ বছর পরেও বিরসাতেই হারিয়ে আছেন বিদিপ্তা। সেইদিন ২৫ বছরের ছেলেটার মধ্যে যে স্থিরতা আর জীবনবোধ দেখেছিলেন তাতেই আকৃষ্ট হন অভিনেত্রী। বললেন, 'আমার খুব টালমাটাল একটা সময় যাচ্ছিল, সেই যে ও আমার হাতটা ধরেছিল, আজও ধরে রেখেছে'। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন বিরসা-বিদিপ্তা। ওই বছর অক্টোবরেই ফুটফুটে কন্যা সন্তান ইদার জন্ম দেন অভিনেত্রী।

সালমান খানের বাড়িতে গুলিবর্ষণকারী দু'জন গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের 'ভাইজান' খ্যাত অভিনেতা সালমান খানের বাড়িতে চার রাউন্ড গুলি ছোড়ার ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। হামলার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সোমবার রাতে গুজরাটের ভুজ থেকে দুই সন্দেহভাজন 'বন্দুকবাজ'কে গ্রেফতার করা হয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, গুজরাটের ভুজ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ভিকি ও সাগরকে। তারা দু'জনই বিহারের বাসিন্দা। তারা কারাবন্দি গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই গোষ্ঠীর সদস্য।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার দুই যুবক ভুজের একটি মন্দিরে লুকিয়ে ছিল। গোপন খবরের ভিত্তিতে তাদের পাকড়াও করে পুলিশ। তারা মহারাষ্ট্রের রায়হগ জেলার একটি এলাকা থেকে দুটি মোটরসাইকেল ভাড়া করেছিলেন। এরপর পানভেল এলাকার ভাড়া বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে করে সালমান খানের মুম্বাইয়ের বাড়ির সামনে আসেন। আর সিসিটিভি ফুটেজে তাদের মোটরসাইকেল করে পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য শনাক্ত হয়।

পুলিশ সূত্রের খবর, একাধিক খুনের মামলায় জড়িত থাকার অপরাধে তিহাড় কারাগানে বন্দী রয়েছেন লরেন্স। কিন্তু তার গ্রুপের সদস্যদের কর্মকাণ্ড এখনো সক্রিয়। বলিউড তারকা সালমান খানের বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় দায় স্বীকার করে অনলাইনে পোস্ট করেন লরেন্সের ভাই আনমোল বিষ্ণোই।

মেয়ের সফল ক্যারিয়ার গড়তে ২০০ কোটি খরচ করছেন শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বলিউডে এরই মধ্যে ডেবিউ করেছেন শাহরুখ খান-কন্যা সুহানা। ২০১৯ সালে একটি শর্টফিল্মে অভিনয়ের পর গেল বছর পরিচালক জোয়া আখতারের হাত ধরে নেটফ্লিক্সে 'দ্য আর্চিস' সিনেমা দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় সুহানার।

এখন শোনা যাচেছ, বলিপাড়ায় মেয়ে সুহানার মাটি শক্ত করার জন্য নাকি ২০০ কোটি টাকা খরচ করে সিনেমা প্রযোজনা করতে চলেছেন শাহরুখ। প্রথমে জল্পনা ছিল সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় বড়পর্দায় জুটি বাঁধছে বাবা-মেয়ে। তার দিন কয়েক যেতেই শোনা গেল, সুজয় ঘোষের পরিচালনাতেই স্ক্রিন শেয়ার করবেন শাহরুখ খান ও তার মেয়ে সুহানা। তবে শাহরুখের সঙ্গে যৌথভাবে ছবিটি প্রযোজনা করবেন সিদ্ধার্থ আনন্দ।

প্রথমবার শাহরুখ-সুহানা একসঙ্গে। সেই সিনেমা নিয়ে যে অনুরাগীদের কৌতূহল তুঙ্গে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। কোন ভূমিকায় দেখা যাবে শাহরুখকে? জানা যায়, সুজয় ঘোষের এই স্পাই থ্রিলারে সুহানার চরিত্রকে আরও বলিষ্ঠ করার উদ্দেশে শাহরুখের জন্য বিশেষভাবে একটি চরিত্র ডিজাইন করা হয়েছে। গোয়েন্দার ভূমিকায় যেখানে বাদশাকন্যা থাকছেন, সেখানে কিং খানকে 'হ্যান্ডলার'র চরিত্রে দেখা যেতে পারে। যিনি রহস্য সমাধানে সুহানাকে চালিত করবেন। সিনেমার প্রি-প্রোডাকশনের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। অপেক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার।

আমির খানের ভিডিও ভাইরাল!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের রাশমিকা, প্রিয়াঙ্কা, আলিয়ার পর এবার ডিপ ফেকের কবলে পড়লেন আমির খান। এক রাজনৈতিক দলের ভোট প্রচারে তার ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে, যা ইতিমধেয়ই সোশ্যালে ভাইরাল। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা গেছে আমির বলছেন, ভারত একটি গরিব দেশ নয়। ভারতের প্রতিটি নাগরিক লাখপতি। প্রত্যেকের কাছে কম পক্ষে ১৫ লাখ রুপি থাকবেই।

ভিডিওটি নিয়ে সরাসরি আমির মুখ না খুললেও তার মুখপাত্র ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আমির খান তার ৩৫ বছরের সিনেমার ক্যারিয়ারে কখনও কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করেননি। তবে অতীতে ভোট নিয়ে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে তিনি একাধিকবার শামিল হয়েছেন। তবে সরাসরি কখনোই রাজনীতির সঙ্গে যোগ দেননি আমির।

তিনি আরও বলেন, যে ভিডিওটিতে আমির একটি রাজনৌতিক দলের হয়ে প্রচার করছেন বলা দাবি করা হচ্ছে, সেটা ভুয়া।

আমির খানের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আমিরের পক্ষে মুম্বাই পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এর আগে আমির 'সত্যমেব জয়তে' টক শো সঞ্চালনা করতেন। সেখানে দেশের সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরতেন তিনি। সেই ভিডিওই ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

রণবীর-দীপিকার ঘরে আসছে নতুন অতিথি, ছেলে না মেয়ে?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের শুরুতেই মা হচ্ছেন দীপিকা পাড়ুকোন। সেপ্টেম্বরেই 'দীপবীর' জুটির বাড়িতে আসতে চলেছে নতুন অতিথি। বিয়ের পাঁচ বছর পেরোতেই বাবা-মা হতে চলেছেন রণবীর-দীপিকা। শোনা যাচ্ছে অন্তঃসত্ত্বা পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে পা দিয়েছেন অভিনেত্রী।

যদিও দীপিকাকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। অনেকে অবশ্য ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন, হয়তো সারোগেসির সাহায্য নিচ্ছেন দম্পতি। যদিও এই বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি তারা। তবে পুত্র চাই না কন্যা, সেই প্রসঙ্গে নিজের মনের ইচ্ছের কথা জানালেন রণবীর সিংহ।

দীপিকা এবং রণবীর দু'জনেই শিশুদের ভালবাসেন। সন্তানের তো নামও ঠিক করে রেখেছেন রণবীর। ছেলে হলে নাকি নাম রাখবেন শৌর্যবীর সিংহ। এক সাক্ষাৎকারে নিজেই সে কথা বলেছিলেন। যদিও একটা সময়ে রণবীর জানিয়েছিলেন তার কন্যাসন্তান চাই। একেবারে দীপিকার মতো দেখতে হবে যাকে। তবে সম্প্রতি অভিনেতাকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ নিয়ে বাছবিচার কি করি আমরা? না। তাই ঈশ্বর যা দেবেন তাতেই আমি খুশি।'

দীপিকা মা হচ্ছেন খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বরাবরই স্ত্রীকে আগলে রাখতে দেখা গেছে অভিনেতাকে। অনন্ত আম্বানীর প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠান হোক, কিংবা বিমানবন্দরে ছাড়তে আসা দীপিকাকে সব সময় আগলে রাখতে দেখা যায় রণবীরকে। এবার অপেক্ষা সিংহ পরিবারে নতুন অতিথি আসার।

উল্লেখ্য, দীপিকা-রণবীরের বিয়ে হয় ২০১৮ সালে। রাজকীয় আয়োজনে বিয়ের পর্ব সারেন ইতালির লেক কোমোয়। কিন্তু রণবীর-দীপিকা ২০১৮ সালে সবাইকে জানিয়ে বিয়ে করলেও তারা সাত পাকে বাঁধা পড়েন ২০১৫ সালে। ২০১২ সাল থেকে তাদের সম্পর্কের শুরু। একাধিক ছবিতেও একসঙ্গে অভিনয় করে বাজিমাত করেছেন এই হিট জুটি। বিয়ে করে চুটিয়ে সংসার করছেন তারা।

না ফেরার দেশে ইংল্যান্ড ক্রিকেটের কিংবদন্তী আন্ডারউড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ডেরেক আন্ডারউড। ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ইতিহাসে টেস্টে স্পিনারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী তিনি। বাইশ গজের সাথে তার সম্পর্ক শেষ হয়েছিল কয়েক দশক পূর্বেই। তবে এবার জীবনের মায়াও ত্যাগ করলেন এই কিংবদন্তী। ৭৮ বছর বয়সে পাড়ি জমালেন না ফেরার দেশে। আন্ডারউডের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে ইসিবি লিখেছে, 'ডেরেক আন্ডারউড দেশের সর্বকালের সেরা স্পিনারদের একজন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'

১৯৬৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় আন্ডারউডের। ক্যারিয়ারের সবশেষ টেস্ট খেলেন তিনি ১৯৮২ সালে, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে। দেশের হয়ে ৮৬টি টেস্ট খেলে নেন ২৯৭ উইকেট। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের অগাস্ট পর্যন্ত আইসিসির টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ছিলেন আন্ডারউড।

আন্ডারউডের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারের পুরোটা কাটে কাউন্টি দল কেন্টে। ১৭ বছর বয়সে এই সংস্করণে পথচলা শুরু করেন তিনি। ক্লাবটির হয়ে তিন দশকে (১৯৬৩ থেকে ১৯৮৭) ৯০০ এর বেশি ম্যাচ খেলেন এই স্পিনার। ১৯.০৪ গড়ে উইকেট নেন ২ হাজার ৫২৩টি।

১৯৮৭ সালে ক্রিকেটকে বিদায় বলা আন্ডারউড দুটি ওয়ানডে কাপ ও তিনটি করে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ, ন্যাশনাল লিগস এবং বেনসন ও হেজেস কাপ জেতেন। ১৯৮১ সালে এমবিই স্বীকৃতিও পান তিনি।

খেলোয়াড়ি জীবন শেষে ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন আন্ডারউড। ২০০৬ সালে তাকে কেন্টের ক্লাব সভাপতি করা হয়। দুই বছর পর মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) প্রেসিডেন্টও হন তিনি। ২০০৯ সালে আইসিসি হল অব ফেমে জায়গা পান এই ইংলিশ ক্রিকেটার।

এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে এগিয়ে যারা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফুটবল বিশ্বের ব্যক্তিগত অর্জনের সর্বোচ্চ পুরস্কার ব্যালন ডি'অর। বিশ্বের সব ফুটবলারেরই এই পুরস্কার পাওয়া স্বপ্ন। এই পুরস্কার রেকর্ড সর্বোচ্চ আটবার নিজের ঝুলিতে পুরেছেন লিওনেল মেসি। তারপরেই রয়েছেন রোনালদো। তিনি জিতেছেন ৫ বার।

গত দেড় যুগ ধরে এই পুরস্কারে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন ফুটবলের এই দুই মহাতারকা। তবে ২০২৪ ব্যালন ডি'অর পাওয়ার দৌড়ে এখন এগিয়ে তরুণ কিছু মুখ।

বরাবরের মতো এবারও একাধিক ফুটবলার ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে রয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলপ্রেমীদের কৌতূহল, ২০২৪ সালে কে পেতে যাচ্ছেন এটি।

ফুটবলবিষয়ক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট গোলডটকমের জরিপে ব্যালন ডি'অর জয়ের লড়াইয়ে সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের জুড বেলিংহাম। রিয়াল মাদ্রিদের এই ইংলিশ তারকা ২০২৩-২৪ মৌসুমে ২২ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ১৩টি গোল। সেই সঙ্গে ঝুলিতে পুরেছেন সুপার কোপার শিরোপা।

আগের তালিকায় দুইয়ে থাকা এমবাপ্পেকে তিনে পাঠিয়ে দুইয়ে উঠে এসেছেন ম্যানচেস্টার সিটির ফিল ফোডেন। তিনি ২৩ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ১০ গোল। সেই সঙ্গে জিতেছেন ক্লাব বিশ্বকাপ ও উয়েফা সুপার কাপ।

তালিকার তিনে রয়েছেন বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপ্পে। ফরাসি এই তারকা পিএসজির জার্সিতে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে যাচ্ছেন। যদিও চলতি মৌসুম শেষে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেয়ার পথে রয়েছেন তিনি।

এমবাপ্পে এখন পর্যন্ত ৪৫ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ১৬টি গোল। সেই সঙ্গে জিতেছেন ট্রফি দেস চ্যাম্পিয়ন। চারে রয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান তারকা আর্লিং হালান্ড। যিনি গত মৌসুমে ব্যালন ডি'অর জয়ে মেসির সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

গত মৌসুমে ম্যানসিটিকে ট্রেবল জেতানোর পেছনে বড় ভূমিকা রাখেন এ তারকা। ২০২৩-২৪ মৌসুমে ৩৪ গোল করেছেন তিনি। পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৬টি গোল। জিতেছেন ক্লাব বিশ্বকাপ, উয়েফা সুপার কাপ।

পঞ্চম স্থানে রয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির আরেক তারকা রদ্রি। তিনিও গত মৌসুমে ম্যানসিটির হয়ে ট্রেবলজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২০২৩-২৪ মৌসুমে ১০ গোল করেছেন তিনি। পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ১৩টি গোল। জিতেছেন ক্লাব বিশ্বকাপ, উয়েফা সুপার কাপ।

গোল ডটকমের তালিকায় মেসি-রোনালদোর নাম থাকলেও বাস্তবতায় এবার তাদের ব্যালন ডি'অর জয়ের সম্ভাবনা নেই বলা যায়। তালিকার ১৯তম স্থানে রয়েছেন রোনালদো। আল নাসরে খেলা এই ফুটবলার ৩৮ গোল করার পাশাপাশি করিয়েছেন ১৪টি গোল।

আর তালিকার ২০তম স্থানে রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী মেসি। ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলা মেসি ২০২৩-২৪ মৌসুমে ১৮ গোল করার পাশাপাশি ৮টি গোল করতে সহায়তা করেছেন। সেই সঙ্গে ঝুলিতে পুরেছেন লিগস কাপের শিরোপা। ইনজুরির কারণে লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকা নেইমারের এ তালিকায় জায়গা হয়নি।

অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত বার্সা, সেমিতে পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম লেগে পার্ক দে প্রিন্সে বার্সার কাছে ৩-২ গোলে হেরে ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল পিএসজি। যার জন্য দ্বিতীয় লেগকে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কোচ লুইস এনরিকে। গতকাল রাতে সেই যুদ্ধে অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়েছে কিলিয়ান এমবাপ্পেরা।

১০ জনের বার্সার বিপক্ষে অলিম্পিক লুইস কোম্পানিস স্টেডিয়ামে তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় লেগ জিতলো ৪-১ গোলে। শেষ পর্যন্ত দুই লেগ মিলিয়ে পিএসজি ৬-৪ ব্যবধানে জিতে নিশ্চিত করেছে সেমিফাইনাল।

এদিন একটি লাল কার্ডই ম্যাচের চিত্র বদলে দেয়। অন্যথায় প্রথম আধ ঘণ্টায় দাপট দেখায় স্বাগতিকরাই। এ সময়ে এক গোলের ব্যবধানে এগিয়েও ছিল তারা। কিন্তু ম্যাচের এক তৃতীয়াংশ না যেতেই রনাল্ড আরাহো যখন লাল কার্ড দেখলেন, তখনই যেন হাল ছেড়ে দেয় বার্সেলোনা। ম্যাচের লাগাম পুরোপুরি চলে যায় পিএসজির হাতে। এরপর দারুণ সব আক্রমণে চারটি গোল আদায় করে নেয় তারা।

পুরোটা সময় সাবেক ক্লাবের ভক্তদের কাছে উত্যক্তের শিকার উসমান দেম্বেলে। তাদের নিস্তব্ধ করে দেন। ৪০ মিনিটে বারকোলার দুর্দান্ত পাস ধরে কাছের পোস্ট দিয়ে জাল কাঁপান তিনি। ফরাসি ফরোয়ার্ডের গোলে দুই লেগের অগ্রগামিতায় ব্যবধান কমে দাঁড়ায় এক গোলে।

বিরতির পর ছন্নছাড়া বার্সা। ৫৪ মিনিটে দেম্বেলের পাস ধরে ২২ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত শটে স্কোর সমান করেন ভিতিনহা। জোয়াও কানসেলোর কারণে কাতালানদের ম্যাচে টিকে থাকার সব আশা শেষ হয়ে যায়। অনর্থকভাবে দেম্বেলেকে ট্যাকল করে ফেলে দেন তিনি। রেফারি বাজান পেনাল্টির বাঁশি। ৬১ মিনিটে এমবাপ্পে পেনাল্টি থেকে ডান পায়ের উঁচু শটে গোল করেন। মাঝে ক্ষুব্ধ হয়ে মাঠের পাশে অবস্থিত ক্যামেরার সামনে কুশনে লাথি দিয়ে লাল কার্ড দেখেন কোচ জাভি হার্নান্দেজ।

নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে এমবাপ্পে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। কর্নার পায় বার্সা, গোলের জন্য মরিয়া হয়ে বক্সের মধ্যে ছিলেন তাদের খেলোয়াড়রা। রাফিনহার হেড থেকে বল দ্রুত লুফে নেন পিএসজি গোলকিপার জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা। এমবাপ্পের দিকে দ্রুত বল বাড়ান। ফরাসি ফরোয়ার্ড সুযোগের সদ্ব্যবহার করে একক চেষ্টায় দ্বিতীয়বার বার্সার জালে বল ঠেলে দেন।

এদিন জয়ের কোনো বিকল্পই ছিল না পিএসজির। টাইব্রেকার এড়িয়ে সরাসরি সেমিফাইনাল খেলতে হলে জিততে হতো দুই গোলের ব্যবধানে। অন্যদিকে কেবল হার এড়িয়ে ড্র করলেই চলতো বার্সেলোনার। কিন্তু পিএসজির কাছে বড় ব্যবধানেই হারে তারা।

উইজডেনের বর্ষসেরার তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার ৩ ও ইংল্যান্ডের ২ জন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানাকের নতুন (১৬১তম) সংস্করণে 'বর্ষসেরা পাঁচ ক্রিকেটার' হিসেবে এবারের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ৩ জন ও ইংল্যান্ডের ২ জন। অজিদের মধ্যে আছেন উসমান খাজা, মিচেল স্টার্ক ও অ্যাশলি গার্ডনার। আর ইংলিশ ক্রিকেটারদের মধ্যে জায়গা পেয়েছেন হ্যারি ব্রুক ও মার্ক উড।

এছাড়া বর্ষসেরা টেস্ট পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি 'উইজডেন ট্রফি ফর আউটস্ট্যান্ডিং ইন্ডিভিজুয়াল টেস্ট পারফরম্যান্স' জিতেছেন এবার ট্রাভিস হেড। গত বছর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ১৭৪ বলে ১৬৩ রানের ইনিংসটি তাকে এনে দিয়েছে এই সম্মান।

উইজডেনের 'লিডিং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার' হয়েছেন এবার হেইলি ম্যাথিউস। ২০ ওভারের ক্রিকেটের সেরায় প্রথম নারী ক্রিকেটার এই ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার। টানা আট টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচ-সেরা হওয়ায় অসাধারণ কীর্তি গড়েছেন তিনি গত বছর। এই সময়ে রান করেছেন তিনি ৮৮ গড় ও ১৪৪ স্ট্রাইক রেটে, উইকেট নিয়েছেন স্রেফ ১২ গড়ে।

উইজডেনের 'লিডিং ক্রিকেটার ইন দা ওয়ার্ল্ড' মনোনীত হয়েছেন প্যাট কামিন্স। বছরজুড়ে ব্যাটে-বলে পারফরম্যান্স ও নেতৃত্ব উভয়েই সফল ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক। মেয়েদের ক্রিকেটে 'লিডিং' ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন ন্যাট সিভার-ব্রান্ট।

গত জানুয়ারিতে আইসিসির বর্ষসেরা পুরুষ ও নারী ক্রিকেটারের স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন এই দুজনই। তবে উইজডেনের এই সম্মাননা এবারই প্রথম পেয়েছেন এই দুজন।

উইজডেনের 'লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' প্যাট কামিন্স

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বছর ক্রিকেট ইতিহাসে অন্যতম সেরা সময় পার করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল। কারণ সে বছর তারা ওয়ানডে বিশ্বকাপ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও অ্যাশেজ শিরোপা জেতে তারা। আর অজিদের এই সাফল্য আসে প্যাট কামিন্সের নেতৃত্ব।

আর এজন্যই মূলত উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানাকের নতুন (১৬১তম) সংস্করণে 'লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' খেতাব অর্জন করেছেন তিনি। আর প্যাট কামিন্সের হাত ধরে দীর্ঘ এক যুগ পর কোনো অজি ক্রিকেটার পেলেন এই খেতাব।

সর্বশেষ ২০১২ সালে এই পুরস্কার জিতেছিলেন সাবেক অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। গত বছর কামিন্সের নেতৃত্বে ওয়ানডে বিশ্বকাপ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও অ্যাশেজ শিরোপা জেতে অস্ট্রেলিয়া।

কামিন্সকে নিয়ে উইজডেন সম্পাদক লরেন্স বুথ বলেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সফলতার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর, প্যাট কামিন্স অ্যাশেজ ধরে রাখেন। এজবাস্টনে প্রথম টেস্টে লেট অর্ডারে রানের জন্য বড় ধন্যবাদ প্রাপ্য তার। এরপর ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পথে নেতৃত্ব দেন তিনি। ২০২৩ সালে বিশ্ব ক্রিকেটের কোনো পেসারই টেস্টে তার ৪২ উইকেটের চেয়ে বেশি উইকেট নিতে পারেননি।'

এদিকে লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হিসেবে ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভার-ব্রান্টের (নারী) নাম ঘোষণা করেছে ক্রিকেটের বাইবেল খ্যাত ম্যাগাজিনটি। টি-২০ ক্রিকেটার হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দলের অলরাউন্ডার হেইলি ম্যাথিউজের নাম ঘোষণা করে তারা। গত বছর টানা ৮ ম্যাচে ম্যাচসেরা হওয়ার কীর্তি গড়েন তিনি। এছাড়া ব্যাটিং করেছেন ৮৮ গড় ও ১৪৪ স্ট্রাইকরেটে। পাশাপাশি বল হাতে নিয়েছেন ১২ উইকেট।

বাটলারের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে রেকর্ড গড়ে জিতল রাজস্থান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেষ দুই ওভারে জয়ের জন্য দলের দরকার ২৮ রান, সেঞ্চুরির জন্য জস বাটলারের ২১। দুইটি লক্ষ্যই তিনি ছুঁয়ে ফেললেন দারুণ ব্যাটিংয়ে। তার নৈপুণ্যে রেকর্ড গড়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারাল রাজস্থান রয়্যালস।

কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) রাজস্থানের জয় ২ উইকেটে। ২২৪ রানের লক্ষ্য তারা ছুঁয়ে ফেলে শেষ বলে। আইপিএলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ রান তাড়ায় জয় এটি। আগের রেকর্ডও ছিল রাজস্থানের। ২০২০ আসরে শারজাহতে তখনকার কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে ২২৪ রানের লক্ষ্য তাড়ায় তাদের জয় ছিল ৪ উইকেটে।

চার বছর আগের ওই ম্যাচে ৪ রান করে আউট হয়েছিলেন বাটলার। এবার জয়ের নায়ক তিনিই। ৯ চার ও ৬ ছক্কায় ৬০ বলে অপরাজিত ১০৭ রানের ইনিংস খেলে দলের জয় নিয়ে ফেরেন এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান। চলতি আসরে তিন ম্যাচের মধ্যে বাটলারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি এটি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ৫৮ বলে অপরাজিত ১০০ রানের ইনিংসে দলকে জিতিয়েছিলেন তিনি। সেটি ছিল আইপিএলে তার শততম ম্যাচ।

টি-টোয়েন্টিতে বাটলারের সেঞ্চুরি হলো আটটি। যার সাতটিই করলেন আইপিএলে। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে তার চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি আছে কেবল বিরাট কোহলির, ৮টি। তবে এদিন বিফলে গেল কলকাতার হয়ে সুনিল নারাইনের ঝড়ো সেঞ্চুরি। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিতে ৫৬ বলে ১০৯ রানের ইনিংস খেলেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার।

রান তাড়ায় রাজস্থানকে বলতে গেলে একাই পথ দেখান বাটলার। এক প্রান্তে উইকেট পড়তে থাকে নিয়মিত। আরেক প্রান্ত ধরে রাখেন বাটলার। প্রথম ৩০ বলে এই ওপেনারের রান ছিল ৪০। ফিফটি করেন তিনি ৩৬ বলে। ৪ উইকেট হাতে নিয়ে শেষ ছয় ওভারে রাজস্থানের দরকার ছিল ৯৬ রান। ১৫তম ওভারে স্পিনার ভারুন চক্রবর্তীকে চারটি চার মারেন বাটলার। এই ওভারে আসে ১৭ রান, পরের ওভারেও তাই। ১৭তম ওভারে নারাইনের প্রথম তিন বলে দুইটি ছক্কা ও একটি চার মারেন রভম্যান পাওয়েল। ওই ওভারেই তিনি আউট হয়ে যান ১৩ বলে ২৬ রান করে।

১৮তম ওভারে মিচেল স্টার্ককে একটি করে চার ও ছক্কা মারেন বাটলার। এই ওভারে আসে ১৮ রান। শেষ দুই ওভারে ২৮ রানের সমীকরণে ১৯তম ওভারে হার্শিত প্যাটেলকে দুইটি ছক্কা ও একটি চারে মোট ১৯ রান নেন বাটলার।

শেষ ওভারে চাই ৯। ভারুনের প্রথম বল ছক্কায় উড়িয়ে বাটলার সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ৫৫ বলে। পরের তিন বলে তিনি কোনো রান নেননি। পঞ্চম বলে দুই রান নিয়ে স্কোর সমান করেন। আর শেষ বল মিডউইকেটে দিয়ে খেলে এক রান নিয়ে জয়ের আনন্দে ভাসান দলকে। দলের শেষ ২৯ রানের সবই আসে বাটলারের ব্যাট থেকে!

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR